দেশকে সংঘাত-সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেবেন না

সরকারের প্রতি – কমরেড খালেকুজ্জামান

নির্দলীয় সরকার গঠন, সংসদ ভেঙে দেয়া, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন দাবিতে বাসদের জনসভা শেষে মিছিল

সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় সরকার গঠন, সংসদ ভেঙে দেয়া, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন করে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির দাবি।

অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকার গঠন, পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন চালুসহ নির্বাচনে কালো টাকা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রশাসনিক কারসাজি বন্ধ করে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান।

২৮ সেপ্টেম্বর '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতাকালে তিনি এ দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর কমিটির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য নিখিল দাস, রাহাত আহমেদ। জনসভা পরিচালনা করেন ঢাকা নগরের সদস্যসচিব জুলফিকার আলী। জনসভা শেষে এক বিশাল লাল পতাকা মিছিল বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত ফেস্টুনসহকারে রাজধানীর তোপখানা রোড, পল্টন, বায়তুল মোকার্‌রম, দৈনিক বাংলা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

জনসভায় বক্তৃতাকালে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, একাদশ সংসদ নির্বাচন আসন্ন। কিন্তু জনমনে আশঙ্কা, নির্বাচন কেমন হবে? কারণ বর্তমানে দেশে নির্বাচনের কোন পরিবেশ নাই। বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে অতীতের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় সকল গণতান্ত্রিক প্রথা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। এ সরকারের আমলে কোন নির্বাচনে জনগণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেনি। সম্প্রতি বরিশালসহ ৩ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটডাকাতির মাধ্যমে নির্বাচনীব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশবাসীর অভিজ্ঞতা গত ৪৭ বছরে বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে কোন সুষ্ঠু

নির্বাচন হয়নি। দেশে অনুষ্ঠিত বিগত ১০টি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ১৯৭৩ এবং ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ; ১৯৭৯ এবং ১৯৯৬ সালে বিএনপি; ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, জোর জবরদস্তি ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটিয়ে ক্ষমতাসীনরাই নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসনে বিরোধী প্রার্থীর বিজয়ও আওয়ামী লীগ মেনে নিতে পারেনি। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন দুর্বলতা সত্ত্বেও জনগণ ভোট দিতে পেরেছে এই বিবেচনায় আপেক্ষিক অর্থে হলেও কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে দেশবাসী মনে করে।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, দেশে আজ গণতন্ত্র নাই, বাক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। সভা-সমাবেশে বাধা প্রধান, গুম-খুন-ক্রসফায়ারে বিচার বহির্ভূত হত্যা, নারী-শিশু নির্যাতন ও কালো আইনের বেড়াজালে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার হরণ, ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে দমন-পীড়ন, নির্যাতন বর্তমান সরকারের প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করা হয়েছে। সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসন দেশকে ক্রমাগত সংঘাত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সরকার জনমত উপেক্ষা করে ১৯ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাশ করে বাক্‌স্বাধীনতা হরণের আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। বিগত সময়ের বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালো আইন তো বহাল রয়েছেই। তিনি অবিলম্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সকল কালো আইন বাতিল দাবি করেন। একই সাথে কালো আইন প্রণয়নের মূল উৎস সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বাতিলের দাবি জানান। কারণ দ্বিতীয় সংশোধনীই জনগণের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কালাকানুন জারির রাস্তা খুলে দেয়।

তিনি আরও বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ আজ দিশেহারা। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১৮ হাজার টাকা মজুরির দাবি না মেনে ৮ হাজার টাকা ঘোষণা করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের বেতন বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার যে অঙ্গীকার সেই সাম্য চেতনার পরিপন্থি। অন্যদিকে ব্যাংকের টাকা লুট হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা দস্তা হচ্ছে, খনির কয়লা উধাও হচ্ছে, পাথর গায়েব হচ্ছে। প্রতি বছর ৭৩ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে। বিদেশে বেগম পাড়া, সেকেন্ড হোম তৈরি করছে লুটেরারা। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। চৌকিদার-পিওন থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সর্বত্র দলীয়করণ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করা, প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আইনের শাসন, ন্যায় বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে চলেছে বাণিজ্যিকীকরণের সীমাহীন প্রবাহ। ধনীর জন্য শিক্ষা এই নীতিতেই চলছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের যৌক্তিক দাবি না মেনে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে হেলমেট বাহিনী হামলা চালালেও তাদেরকে গ্রেপ্তার না করে আন্দোলনকারীদেরকেই হয়রানী করছে। এহেন পরিস্থিতিতে দুঃশাসন, দুর্নীতি ও দমনপীড়নের হাত থেকে দেশ ও জনগণকে বাচানো এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় দেশ গড়তে হলে শাসকশ্রেণির ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের শক্তির বিপরীতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। তিনি গণতন্ত্র-ভোটাধিকার ও ভাত-কাপড়-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান ও কাজের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে ব্যবস্থা পাল্টানোর নীতিনিষ্ঠ সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া ও গণতান্ত্রিক শাসনের উপযোগি অবাধ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার জন্য সকল বাম গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা একদল লুটেরা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করেছে। অন্য দিকে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণের জন্য ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা এবং ১২ হাজার কৃষকের নামে ওয়ারেন্ট জারি করেছে সরকার। লুটপাটকারীদের প্রশ্রয় দান আর শ্রমিক-কৃষককে হয়রানি একদেশে দুই আইন মেনে নেওয়া যায় না। কৃষক ফসলের দাম পায় না, খেতমজুরের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা নাই, রেশনের দাবি উপেক্ষিত। খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ এর নিশ্চয়তা বিধান, আর্মি রেটে রেশন চালু ও কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের নিশ্চয়তার জন্য সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খোলার দাবি জানান তিনি।

নেতৃবৃন্দ ২০ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন কার্যালয় অভিমুখে মিছিল কর্মসূচি থেকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তারকৃত সাতক্ষীরা জেলা বাসদের সমন্বয়ক নিত্যানন্দ সরকার, খগেন ঘোষ, প্রশান্ত রায় এবং ৫৭ ধারায় আটকৃত আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইদুল ইসলামের অবিলম্বে নিঃস্বার্থ মুক্তি দাবি করেন।